ভারতে 11তম যৌথ প্রেস রিলিজ - EU বিদেশ নীতি ও নিরাপত্তা পরামর্শ এবং ব্রাসেলসে ষষ্ঠ ভারত-EU কৌশলগত অংশীদারিত্ব পর্যালোচনা বৈঠক

25 নভেম্বর, 2025

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারত যথাক্রমে 18 এবং 19 নভেম্বর ব্রাসেলসে 11তম ভারত-EU বিদেশ নীতি ও নিরাপত্তা পরামর্শ এবং ষষ্ঠ কৌশলগত অংশীদারিত্ব পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছে।

2. বৈঠকগুলি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ স্পেকট্রাম মূল্যায়ন করেছে এবং 'ভারত-EU কৌশলগত অংশীদারিত্ব: 2025 এর একটি রোডম্যাপ' বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করেছে, যা এই বছর সম্পূর্ণ হচ্ছে। উভয় পক্ষ EU-ভারত সম্পর্কের বিভিন্ন ইতিবাচক অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছে, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে কলেজ অফ কমিশনারদের স্মরণীয় ভারত সফর, ব্রাসেলসে HRVP কালাস দ্বারা আয়োজিত প্রথম EU-ভারত স্ট্র্যাটেজিক ডায়লগ এবং জুন মাসে এই বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর, এবং সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে আয়োজিত স্ট্র্যাটেজিক এজেন্ডা অন ইন্ডিয়া সম্পর্কিত জয়েন্ট কমিউনিকেশন EU দ্বারা গৃহীত হয়েছিল।

3. আলোচনায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, স্থিতিশীল সাপ্লাই চেন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, গ্লোবাল গেটওয়ে, ভারত-EU সংযোগ অংশীদারিত্ব এবং ভারত-মধ্য প্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (IMEC)) সহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পাশাপাশি উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং শিক্ষা ও গবেষণায় জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরও গভীর করার সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

4. এই বছরের শেষের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শেষ করার এবং বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি ও ভৌগোলিক সূচকের চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা ত্বরান্বিত করার জন্য উভয় পক্ষই যৌথ উচ্চাকাঙ্ক্ষার পুনরাবৃত্তি করেছে। তারা বহুপাক্ষিক স্তরে সহযোগিতার গুরুত্ব এবং সাপ্লাই চেন ডাইভার্সিফিকেশন সহ নানা অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর ক্রমাগত আলোচনার কথা উল্লেখ করেছে। উভয় পক্ষই ভারত-EU বাণিজ্য ও প্রযুক্তি পরিষদ (TTC)-এর অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেছে এবং 2026 সালে ব্রাসেলসে পরবর্তী TTC মন্ত্রক পর্যায়ের বৈঠক করার বিষয়ে আশাবাদী.

5. ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভারত আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে তাদের অংশীদারিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও আলোচনা করেছে, যার মধ্যে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থায় সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ স্থিতিস্থাপক অবকাঠামোর জন্য জোটের মাধ্যমে মানবিক ও দুর্যোগ স্থিতিস্থাপকতা বিষয়ে সহযোগিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারা মনে রেখেছেন যে 2026 সালে ভারতের আসন্ন ব্রিক্স সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে চলেছে এবং আন্তর্জাতিক নানা ইস্যু নিয়ে সহমত হওয়ার যথেষ্ট পয়েন্ট আরও অন্বেষণ করার জন্য উল্লেখ করেছেন. উভয় পক্ষই সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদ-সহ সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস চরমপন্থার নিন্দা করেছে। তারা ভারত-EU মানবাধিকার সংলাপের পরবর্তী সংস্করণের জন্যও আগ্রহী।

6. আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সমন্বয় বাড়ানোর জন্য অংশীদারি প্রতিশ্রুতির বিষয়ে আলোচনাগুলি তুলে ধরে এবং একটি মুক্ত, উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক গড়ে তোলার জন্য তাদের অংশীদারি প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করে। বিনিময়গুলি নিয়ম-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী, সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর জোর দেয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ চার্টারের আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি অনুযায়ী ইউক্রেনে একটি বিস্তৃত, ন্যায়সঙ্গত এবং স্থায়ী শান্তির প্রয়োজনীয়তাকে উল্লেখ করে দু'পক্ষ। গাজার শান্তি পরিকল্পনার জন্য দুই পক্ষই তাদের সমর্থন পুনরাবৃত্তি করে এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রাথমিকভাবে পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে।

7. আলোচনাগুলি অংশীদারি নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলির বিস্তৃত পরিসরকে স্বীকার করেছে এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী, সাইবার সমস্যা, মহাকাশ, প্রতিরক্ষা শিল্প, নিরস্ত্রীকরণ এবং বিস্তারিত নিরাপত্তা সহ EU-ভারত সুরক্ষা এবং প্রতিরক্ষা সংলাপ এবং সহযোগিতাকে শক্তিশালী ও গভীর করার ক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক আগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। উভয় পক্ষই এই ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা তুলে ধরেছে এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে আলোচনা ও সহযোগিতা গভীর করার জন্য তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। EU এবং ভারত একটি নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের সময়মতো এবং সফল সমাপ্তি ও তথ্য চুক্তির নিরাপত্তা লক্ষ্যে গঠনমূলক আলোচনায় আগ্রহী।

8. এক্সচেঞ্জ নতুন যৌথ ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভারত ব্যাপক কৌশলগত এজেন্ডার উন্নয়নে কেন্দ্রীভূত অংশীদারিত্বের পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতির উপরও মনোনিবেশ করেছে এবং আগামী বছর নয়া দিল্লিতে ভারত-EU শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনে একে অনুমোদন দেওয়ার আশায় রয়েছে।

9. পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকগুলির সভাপতিত্ব করেছিলেন পলিটিকাল অ্যাফেয়ার্সের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ওলফ স্কুগ এবং ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পশ্চিম) শ্রী সিবি জর্জ এবং অর্থনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ রিভিউ-এর সভাপতিত্ব করেন ইকোনমিক ও গ্লোবাল ইস্যুর ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল অলিভিয়ার বেলি এবং সচিব (পশ্চিম)।

10. সচিব (পশ্চিম) 20 এবং 21 নভেম্বর EU ইন্দো-প্যাসিফিক মিনিস্ট্রিয়াল ফোরামেও অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পরিকাঠামোর উপর উচ্চ-স্তরের ইভেন্টে প্রধান বক্তা হিসেবে ভাষণ দেন এবং শেয়ার করা সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল সংযোগের উপর গোল টেবিলে বক্তব্য পেশ করেন।

ব্রাসেলস

25 নভেম্বর, 2025